Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম ।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বৃহস্পতিবার the ৩০ day of নভেম্বর**, ২০২৩**

Other Suit No. ১৩০০ / ২০২১

মোহাম্মদ ইব্রাহীম গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোহাম্মদ দিদারুল আলম গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৩/০৪/০৬ খ্রিঃ, ২৮/০৬/০৬ খ্রিঃ, ০৬/০৭/০৮ খ্রিঃ, ১৯/১১/০৮ খ্রিঃ, ০৯/০১/১১ খ্রিঃ, ০৬/০৩/১১ খ্রিঃ, ২০/১০/১৩ খ্রিঃ, ২৭/১০/১৫ খ্রিঃ, ০৪/০৯/২৩ খ্রিঃ, ২৭/১০/১৫ খ্রিঃ, ১৪/৭/১৬ খ্রিঃ, ০৫/০২/১৭ খ্রিঃ, ২৬/০৯/১৯ ১১/০১/২১ খ্রিঃ, ২১/০৩/২২ খ্রিঃ, ১২/০৫/২২ খ্রিঃ, ১০/১০/২৩ খ্রিঃ, ২০/০৬/২২ খ্রিঃ, ৩০/০৬/২২ খ্রিঃ, ২৩/০৮/২২ খ্রিঃ, ১১/৯/২২ খ্রিঃ, ১১/০৯/২২ খ্রিঃ, ৭/১১/২২ খ্রিঃ, ২/৩/২৩ খ্রিঃ, ০১/০৮/২০২৩ খ্রিঃ ও ০৪/০৯/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব কবিশেখর নাথ (পিন্টু) Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব তানজিনা জাহান

জনাব মুহাম্মদ শাহ্জাহান Advocate for Defendant/ Opposite party and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা বিভাগ ডিক্রির প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

১) **<u>বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,</u>**

তপশীলোক্ত সম্পত্তির সি. এস. রেকর্ডীয় মালিক ছিলো ভৃগুরাম নমঃ। তার মৃত্যুতে পুত্র বাঁশিরাম মালিক হয় এবং তার নামে আর. এস. ৬৭৩, ১৭২৩ ও ৬১৫ নং খতিয়ান হয়। বাঁশীরাম নমঃ এর স্ত্রী ধরপতি নম হয়। তাদের তিন কন্যা হর কুমারী, মনিসা বালা ও শ্রীমতি সুদেবী নমঃ ছিল। বাঁশী রাম নমঃ বিগত ১৩/০৯/১৯১৫ ইং তারিখে ১৯১৯ নং কবলা মূলে মৌরশী প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে ১.২২ একর ভূমি কন্যা শ্রীমতি হর কুমারী নমঃ এর বরাবরে হস্তান্তর পূর্বক নিঃস্বত্ববান হন। বাঁশীরাম নমঃ এর অপর কন্যা শ্রীমতি সুদেবী নমঃ স্বামী ছিল রামকৃষ্ণ। তাদের এক পুত্র উমাচরন ও কন্যা হাইছ বালা ছিল। উক্ত হাইছ বালা নমঃ এর বিবাহের কিছু দিন পর শ্রীমতি সুদেবী বালা নমঃ পরলোক গমন করেন। মাতামহী দরপতি বালা নমঃ এবং মাসি শ্রীমতি হর কুমারী নমঃ ০৫/১০/১৯৪২ ইংরেজী তারিখের ৫৫৯৪ নং দানপত্র মূলে √।। (দুই কানি দুই কড়া) সম্পত্তি উমাচরণ বরাবরে দান অর্পন করেন। উক্ত উমা চরণ নমঃ অবিবাহিত অবস্থায় পিতা রামকৃষ্ণ নমঃ পূর্বে মারা যাওয়ায় কাকা অর্থাৎ রামকৃষ্ণ নমঃ এর সহোদর ভ্রাতা দীন বন্ধু নমঃ একমাত্র ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। উক্ত দীনবন্ধু নমঃ ২ কন্যা রসবালা নমঃ ও গিরী বালা নমঃকে ওয়ারিশ রাখিয়া ৩১/১২/১৯৪৩ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। রসবালা এর ০১ পুত্র যতীন্দ্র লাল নম এবং গিরীবালা নম এর ২ পুত্র বৃন্দাবন ও অনিল কুমার নমঃ ওয়ারীশ ছিল।

২) প্রকাশ থাকে যে, হাইছ বালা নমঃ এর সহিত আনোয়ারা থানাধীন গুয়াপঞ্চক গ্রামের অশ্বিনী কুমার নমঃ এর বিবাহ হলে তাদের সংসারে ক্ষীরোধ কুমার নমঃ নামে একপুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। উক্ত ক্ষিরোধ চন্দ্র ৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করিলে হাইছ বালা অপুত্রক নিঃসন্তান অবস্থায় থাকেন। পুত্রবতী রসবালা ও গিরীবালা তপশীলের সম্পত্তি শাসন সংরক্ষণ ইত্যাদি করিতে থাকাবস্থায় যতীন্দ্র লাল নমঃ ও বৃন্দাবন চন্দ্র নমঃ এবং অনিল কুমার নমঃ তপশীলের সম্পত্তিতে দৌহিত্র হিসাবে উত্তরাধিকারী সূত্রে হিন্দু দায়ভাগ আইনের বিধান মতে মালিক ও স্বত্ববান হইয়া তমাদি দর তমাদির উর্দ্ধকাল যাবৎ ভোগদখলে থাকেন। এভাবে বাদীর পূর্ববর্তীগণ ওয়ারিশসূত্রে ১নং তপশীলের অধীনে ১(ক) নং তপশীলের √।। কড়া সম্পত্তির মালিক দখলকার ও স্বত্ববান থাকেন। নালিশী সম্পত্তি ১নং তপশীলের আন্দর আর. এস. ১৭২৩ নং খতিয়ানের আর. এস. ৭৯১০ দাগের ৮০ শতক নাল ভূমির সামিলে পি. এস. $\frac{১৬৫৫}{১৭২৩}$ খতিয়ানের পি. এস. ৭৯১০ দাগ বরাবরে বি. এস. ৩০২১ নং খতিয়ানে বি. এস. ৮০৪৫/ ৮০৪৭ দাগের সম্পত্তি হয়। বাদী বিগত ২৫/৫/০৪ ইং তারিখের ৩০২৩ নং কবলা মূলে ৫-৭ নং বিবাদী বায়াদারগণ হইতে তফসিলোক্ত সম্পত্তি খরিদসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হন।

৩) বাদীগণ বিগত ১৪/১০/২০০৪ ইং তারিখে উক্ত খরিদা ২৯ শতক সম্পত্তির নামজারী জমাভাগ করিতে গেলে বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে জানতে পারেন। বি. এস. খতিয়ান ৫-৭নং বিবাদীগণের পূর্ববর্তীর নামে জরিপ না হয়ে ১-৪ নং বিবাদীগণের মাতার নামে ভুলক্রমে জরিপ হয়। বাদী বিগত ১৭/১০/০৪ ইং তারিখে ১-৪ নং বিবাদীকে বাদীর খরিদা প্রাপ্য অংশীয় সম্পত্তি সরসে নিরসে বিভাগক্রমে বুঝাইয়া দিতে

অনুরোধ করিলে উক্ত বিবাদীগণ ০১/১১/০৪ ইং তারিখে অস্বীকার করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে বিভাগ পাওয়ার দাবীতে বাদী বাধ্য হয়ে অত্র মামলা দায়ের করেন।

৪) **অন্যদিকে ১-৪ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে**

নালিশী ১নং তপশীলোক্ত ভূমি ভুগুরাম এর ছিল, যাহার নামে সি এস ১২৯১ খতিয়ান প্রচারিত আছে। ভুগুরাম মরনে পুত্র বাঁশিরাম মালিক হয় এবং তার নামে আর. এস. ১৭২৩/ ৬১৫/ ৬৭৩ নং খতিয়ান হয়। বাঁশী রাম ১৯১৫ ইং সনে ১৯১৯ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত কবলামুলে ১নং তপশীলোক্ত ৶(১(তিন কানি এক গন্ডা) ভূমি তৎ স্ত্রী দরপতি কুমারী ও তৎ কন্যা হরকুমারীর নিকট হস্তান্তর করেন। আর. এস. জরিপ তাদের নামে হয়নি। ভুলক্রমে ভুমি বাঁশিরামের নামে ১.২২ একর ভূমির আর এস জরিপ হয়। বাদী উক্ত সম্পূর্ন সম্পত্তি আর্জিতে না আনায় বাদীর মোকর্দ্দমা হচপটে দোষে বারিত হয়। বাঁশীরামের মৃত্যুতে ১ স্ত্রী দরপতি ও ৩ কন্যা হর কুমারী, মনিমা বালা ও সুদেবী ওয়ারিশ থাকে। হরকুমারী ও মনিমা বালা নিঃসন্তান মারা যায়। সুদেবী ও তৎ স্বামী রামকৃষ্ণ নমঃ এর সংসারে ১ পুত্র উমা চরণ ও ১ কন্যা হাইছা বালা জন্ম নেয়। হরকুমারী পূর্বোক্ত ১৩/৯/১৫ ইং সনের দলিল মূলে আপোষে নালিশী দাগান্দরে ৮১ শতক ভূমি প্রাপ্ত হয়ে ৫/১০/৪২ ইং তারিখের ৫৫৯৪ নং দানপত্র দলিল মুলে তৎ ভগ্নিপুত্র উমা চরণের বরাবরে দান অর্পন করেন। উমা চরণ উক্ত ৮১ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় তৎ পিতা রামকৃষ্ণ মারা যায়। পরবর্তীতে উমা চরণ তৎ মাতা সুদেবীকে রেখে মারা যান এবং সুদেবী তৎ একমাত্র পুত্রবর্তী কন্যা হাইছা বালা নমঃ কে ওয়ারিশ রেখে মারা যায়। উল্লেখ্য যে, হাইছা বালার সহিত অশ্বিনী কুমারের বিবাহ হয়। উভয়ের দাম্পত্য ক্ষিরোদ কুমার নামে একপুত্র জন্ম নেয়। এভাবে হাইছা বালা উমা চরনের ৮১ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার ছিলেন।

৫) নালিশী ভূমি হাইছা বালা বর্গা উপলক্ষে ভোগদখলকার ছিলেন যাহার সমর্থনে হাইছা বালা নামীয় ১৩/৫/৫৯ ইং তারিখের ৩৬৪৫ নং রেজিষ্ট্রিযুক্ত বর্গা কবুলিয়ত বিদ্যমান আছে। উক্ত কবুলিয়তের দাতা বর্গা চাষা আবদুর ছবুর হাইছা বালার চাষা হিসাবে নালিশী দাগের আং ৬৪$\frac{১}{২}$ শতক ভূমি চাষাবাদ করিয়াছিল। তৎ পূর্বে গত ১৬/৯/৫৮ ইং তাং ৬২৩৮ নং রেজিঃযুক্ত কবুলিয়ত মূলে চাষা আলী মুদ্দিন নালিশী ভূমি হাইছা বালা (প্রঃ সাছি বালা) নমঃ এর চাষা হিসাবে চাষ করিয়াছে। হাইছা বালার দখল দৃষ্টে তাহার নামে পি. এস. ১৬৫৫ নং খতিয়ান প্রচারিত হয়।

৬) হাইছা বালা নালিশী দাগাদির অবশিষ্ট ১৬$\frac{১}{২}$ শতক ভূমি সন সন বিভিন্ন চাষা দ্বারা চাষাবাদে খাসে দখলকার ছিলেন। নালিশী দাগাদিতে দরপতি ১৯১৫ ইং সনের কবলা মুলে আপোষে ৪০ শতক ভূমি প্রাপ্ত হন। উক্ত ভূমিতে দখলকার থাকাবস্থায় দরপতির মৃত্যুতে তৎ সম্পত্তিতে একমাত্র পুত্রবর্তী কন্যা সুদেবী মালিক ও দখলকার হন। সুদেবীর মৃত্যুর পর তৎ ওয়ারিশ পুত্রবতী কন্যা হাইছা বালা তৎ যাবতীয় স্বত্বে

স্বত্ববান দখলকার থাকেন। উক্তমতে হাইছা বালা নালিশী দাগাদির ভূমিতে দরপতি ও উমা চরণের সর্বশেষ ওয়ারিশ হিসাবে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। উক্ত হাইছা বালা নমঃ ১২/১১/৬২ ইং তারিখের ৬৪০৯ নং দলিল মুলে আর. এস. ৭৯১০ দাগে ২০ শতক ভূমি আহামদ মিয়ার নিকট বিক্রি করেন। একই তারিখে ৬৪১০ নং কবলামুলে আরো ২০ শতক ভূমি মেহের নাগা গং দের নিকট বিক্রয় করেন। উপরোক্ত মেহের নাগা গং নাবালক গ্রহীতাগণের পক্ষে তাহাদের পিতা ওবাইদুর রহমান এবং অপর ২ জন নাবালক দাতা ছানোয়ারা বেগম, নুরুল ইসরাম পক্ষে তাহাদের পিতা আহামদর রহমান ৩/১২/৬৪ ইং তারিখের ৫৮৮৫ নং কবলা মুলে নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগের আন্দর ১৬ শতক ভূমি আহামদ মিয়ার নিকট বিক্রয় পূর্বক দখলে অর্পন করেন। এভাবে আহম্মদ মিয়া নালিশী ৭৯১০ দাগে ৩৬ শতক ভূমিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন। উক্ত আহম্মদ মিয়া ২৫/৩/৬৫ ইং তারিখের ১৩২৭ নং দলিল মুলে উক্ত ৩৬ শতক ভূমি অত্র বিবাদীগণের মাতা মোছাম্মৎ সমশুর নাহার বেগমের নিকট হস্তান্তর করেন। সমশুন্নাহার বেগম এর স্বত্বীয় ভূমি হতে ৭ শতক সড়ক জনপথ বিভাগ অধিগ্রহন করে। অবশিষ্ট ২৯ শতকে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় শামশুন্নাহারের নামে বি. এস. ৩০২১ নং খতিয়ান প্রচারিত হয়। শামশুন্নাহার মরনে ১-৪ নং বিবাদী নালিশী ১(ক) তপশীলের ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় নামজারী ৩২৯৪ নং খতিয়ান শুদ্ধরূপে প্রচারিত হয়। এই বিবাদীগণ হতে নালিশী সম্পত্তি গত ৭/৯/০৪ ইং তারিখের ৫৫৩২ নং কবলা মুলে ৯নং বিবাদী হাজী মোহাম্মদ রফিক সওদাগরের খরিদ করেন। উমা চরণের মৃত্যুর বহু পূর্বে তৎ পিতা রামকৃষ্ণ ও কাকা দীনবন্দু মৃত্যু বরণ করায় দীন বন্দুর কোন ওয়ারিশ নালিশী সম্পত্তিতে দাবিদার নহেন। বাদী নিঃস্বত্ববান ব্যক্তি হইতে ফেরবী ও অকার্য্যকর দলিল হাসিল করিয়া মিথ্যা উক্তিতে অত্র হয়রানী মূলক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে যাহা খারিজ যোগ্য হয়।

৭) নালিশী ১নং তপশীলের আর. এস. $\frac{৯৭১৭}{৮৩২৬}$ দাগের আং ৫ শতক ভূমি হাইছনি বালা গত ১২/১১/৬২ ইং তারিখের কবলা ও ৬৪২১ নং দলিল মুলে ছানোয়ারা ও নুরুল ইছলামের নিকট বিক্রয় পূর্বক দখলে দেন। উক্ত ওবেদর রহমান ও আহামদর রহমান নাবালক পুত্র কন্যার পক্ষে গত ৩/১২/৬৪ ইং তারিখের ৫৪৮৬/ ৫৪৮৮ নং দলিল মুলে আর. এস. $\frac{৯৭১৭}{৮৩২৬}$ দাগের ১০ শতক ভূমি মুক্তল হোসেনের নিকট হস্তান্তর করেন। উক্ত মোক্তল হোছেন পরবর্তীতে ২৫/৩/৬৫ ইং তারিখে ১৩২৭ নং কবলা মূলে ৭ শতক ভূমি অত্র বিবাদীগণের মাতা শামশুন্নাহার বেগমের নিকট বিক্রীয় করেন। এছাড়া হাইছনি বালা গত ১২/১১/৬২ ইং তাং ৬৪২০ নং রেজিঃযুক্ত কবলা ৫ শতক ভূমি আহামদ মিয়ার নিকট এবং আরো কতেক কবলা মূলে আর. এস. ৭৯১৭ দাগের অবশিষ্ট ২৬ শতক ভূমি আহামদ মিয়া ওবাইদুর রহমান, আহামদ মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন। ওবাইদুর রহমান ও আহামদর রহমান তাহাদের নাবালক পুত্র কন্যাদের পক্ষে গত ৩/১২/৬৪ ইং তাং ৫৪৮৭ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মুলে নালিশী আর. এস. ৭৯১৭ দাগের ৪ শতক ভূমি মুক্তল হোছেনের নিকট বিক্রী পূর্বক দখলে দেন। সর্বশেষ মুক্তল হোছন ও আহামদ মিয়া তাহাদের স্বত্বাংশ নালিশী আর. এস. ৭৯১৭ দাগের সম্পুর্ণ ৩১ শতক ভূমি গত ২৫/৩/৬৫ ইং তাং ১৩২৭ নং রেজিঃযুক্ত

কবলা মুলে এই বিবাদীগণের মাতা শামশুন্নাহারের নিকট বিক্রী পূর্বক দখলে দেন। উক্ত মতে এই বিবাদীগণ নালিশা আর. এস. ৭৯১৭ দাগের সম্পুর্ণ ৩১ শতক ও আর. এস. $\frac{৯৭১৭}{৮৩২৬}$ দাগের আং ৭ শতক ভূমিতে ওয়ারিশ সূত্রে স্বত্ববান দখলকার আছেন। নালিশী দাগাদির কোন অংশে বাদীর বা তৎ বায়ার কোন প্রকার স্বত্ব দখল ছিল না এবং নাই। বাদী যোগসাজসী গত ২৫/৫/০৪ ইং তাং ৩০২৩ নং দলিল সৃজন করিয়া দুর্লোভী হইয়া অত্র হয়রানী মুলক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে।

৮) রামকৃষ্ণ তৎ পুত্র উমাচরণের জীবদ্দশায় মারা যাওয়ায় সে উমাচরনের ওয়ারিশ হিসাবে নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্বাংশ প্রাপক হয় নাই। সুতরাং উমাচরণের স্বত্বে কথিত কাকা দীবন্ধু নমঃ কোন স্বত্বাংশ প্রাপক হয় নাই। বাদী সম্পূর্ন ভূয়া ব্যাক্তিগণ কে দিয়ে ফেরবী, জাল, অকার্যকর, ২৫/৫/০৪ ইং তারিখের ৩০২৩ নং দলিল সৃজন করিয়াছে। নালিশী ভূমিতে বাদী বা তৎ বায়ার কোন স্বত্ব দখল ছিল না। বাদীর অত্র মামলা হয়রানী মূলক বিধায় তা খারিজযোগ্য হয়।

৯) **অন্যদিকে ৫/৬ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** নালিশী সম্পত্তি বাঁশী রাম নম এর ছিল। যাহার নামে আর. এস. ৬৭৩, ১৭২৩ ও ৬১৫ নং খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। বাঁশীরাম নমঃ মরনে ১ স্ত্রী শ্রীমতি দরপতি নমঃ ও ৩ কন্যা হর কুমারী, মনিশা বালা ও শ্রীমতি সুদেবী নমঃ ওয়ারীশ হয়। বাঁশীরাম নমঃ ১৯১৫ ইং সনের ১৯১৯ নং দলিল মূলে ১.২২ একর ভূমি স্ত্রী শ্রীমতি দরপতি নম এবং কন্যা শ্রীমতি হর কুমারী নমঃ বরাবরে হস্তান্তর পূর্বক নিঃস্বত্ববান হন। পরবর্তীতে বাঁশী রামের স্ত্রী দরপতি নমঃ মৃত্যুবরণ করিলে তৎ স্বত্ব ৩ কন্যা মনিসা নমঃ, সুদেবী নমঃ ও হরকুমারী নমঃ প্রাপ্ত হয়। সুদেবী নমঃ এর স্বামী রামকৃষ্ণ। তাদের ১ পুত্র উমা চরন ও ১ কন্যা হাইছ বালা ছিল। হর কুমারী নমঃ তার সমুদয় স্বত্ব ভগ্নীপুত্র উমাচরন বরাবরে বিগত ০৫/১০/১৯৪২ ইং তারিখের ৫৫৯৪ নং দানপত্র মূলে দখল অর্পণ করেন। সুদেবীর কন্যা হাইছ বালার বিবাহের পর শ্রীমতি সুদেবী নমঃ মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত হাইছবালার গর্ভে ক্ষিরোদ চন্দ্র নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহন করে, যে ৮ বছর বয়সে মারা যায়। ফলে উমাচরণ দানসুত্রে এবং মৌরশী সুত্রে তপশীলোক্ত সমুদয় সম্পত্তি একক ভাবে প্রাপ্ত হয়।

১০) পরবর্তীতে উক্ত উমা চরণ তৎ পিতা রামকৃষ্ণ কে একমাত্র ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। রামকৃষ্ণ মারা গেলে ভ্রাতা দীনবন্ধু তপশীলোক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধু ৩১/১২/১৯৪৩ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করিলে তদস্বত্বে তাহার পুত্রবর্তী ২ কন্যা রসবালা নমঃ ও গিরি বালা নমঃ প্রাপ্ত হয়। উক্ত রসবালা নমঃ এর গর্ভজাত পুত্র যতীন্দ্র লাল নমঃ অধীন ৫নং বিবাদী এবং উক্ত গিরি বালা নমঃ এর গর্ভজাত পুত্র অধীন ৬নং বিবাদী বৃন্দাবন মনঃ ও অপর পুত্র অনিল কুমার নমঃ তপশীলের সম্পত্তিতে দৌহিত্র হিসাবে দায়ভাগ উত্তরাধিকার নীতি অনুযায়ী মালিক হন। উক্তমতে ৫/৬ নং বিবাদীগণ নালিশী তপশীলোক্ত ১৫।।. পনের গন্ডা দুই কড়া ভূমিতে ভোগ দখলকার নিয়ত থাকেন। পরবর্তীতে তাহারা জনৈক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কে বিগত ১৫/১০/২০১২ ইং তারিখের ১০৪৮৬ নং সাধারণ আমমোক্তারনামা দলিল মুলে উক্ত

সম্পত্তি দেখাশুনা করার ক্ষমতা অর্পন করেন। অত্র বিবাদীগণ তাহাদের স্বত্ব দখলখীয় ১৫।।. পনের গন্ডা দুই কড়া ভূমি বাবদ পৃথক সাহাম প্রার্থনা করেন।

১১) **অন্যদিকে ০৯ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** ১-৪ নং বিবাদীর বর্ননা ও অত্র ৯ নং বিবাদী ১-৪ নং বিবাদীর ন্যায় অনুরুপ বর্ণনা দিয়েছেন। পুনরাবৃতি রোধে ৯ নং বিবাদীর বক্তব্য বিস্তারিত বর্ণনা করা হতে বিরত থাকলাম। মূল বক্তব্য হলো ১-৪ নং বিবাদীর মাতা শামশুনাহার নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগের ২৯ শতক ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় ১-৪ নং বিবাদীকে ওয়ারিশ রেখে মারা যান। ১-৪নং বিবাদীগণ নালিশী ১(ক) তপশীলের ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় তাদের নামে নামজারী ৩২৯৪ নং খতিয়ান হয়। ১-৪নং বিবাদীগণ নালিশী ১(ক) তপশীলোক্ত ২৯ শতক ভূমি গত ৭/৯/০৪ ইংরেজী তারিখ ৫৫৩২ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মুলে এই বিবাদীর (হাজী মোহাম্মদ রফিক সওদাগরের) নিকট বিক্রিয় করেন।

১২) নালিশী দাগের পি. এস. ১৬৫৪ নং খতিয়ান দৃষ্টে দেখা যায় যে, বাদী আরও বহু স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অত্র মোকদ্দমায় পক্ষ করে নাই। হাল বি. এস. সমস্ত খতিয়ান আর্জিভুক্ত করা হয় নাই। আর. এস. দাগের সমস্ত ভূমি আর্জির হচপটে আনা হয় নাই। সুতরাং বাদীর মোকদ্দমা পক্ষদোষ ও হচপট দোষে খারিজ যোগ্য হয়। বাদীর আর্জি মতে পূর্বে উল্লেখিত উমা চরণের মৃত্যুর বহু পূর্বেতৎ পিতা রামকৃষ্ণ ও কাকা দিন বন্ধু মৃত্যু বরণ করায় দীনবন্ধুর কোন ওয়ারিশ নালিশী ভূমির অংশ হিস্যা পাওয়ার যোগ্য নহে। বাদী নিঃস্বত্ববান নাস্তি দখলকার ব্যক্তি হইতে তফসিলোক্ত সম্পত্তি খরিদ করায় নালিশী দাগে কোন স্বত্ব সৃষ্টি হয়নি। বাদীর কথিত বা ফেরবী দলিল মুলে কোন স্বত্ব দখল না পাওয়ায় অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাওয়ার যোগ্য নহে।

১৩) অত্র বিবাদীপক্ষের আরো বক্তব্য এই বাদীর দাবিমতে "পিতা রাম কৃষ্ণ নমঃ পূর্বে মারা যাওয়ায় কাকা অর্থাৎ দীনান্দ নমঃ একমাত্র ওয়ারিশ হিসাবে তপশীলের সম্পত্তিতে স্বত্ববান হওয়ায় উক্তি সত্য নহে। রামকৃষ্ণ তৎ পুত্র উমাচরণের জীবদ্দশায় মারা গিয়াছিল বিধায় সে ওয়ারিশ সূত্রে উমাচরণের ওয়ারিশ হিসাবে নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্বাংশ প্রাপক হয় নাই। সুতরাং উমাচরণের স্বত্বে কথিত কাকা দীনবন্ধু নমঃ কোন স্বত্বাংশ প্রাপক হয় নাই। এছাড়া মাতামহ রামকৃষ্ণ নমঃ এর জীবদ্দশায় "ক্ষীরোদ চন্দ্র নমঃ মৃত্যুবরণ করার উক্তি সত্য নহে এবং এই বিবাদীগণ তাহা অস্বীকার করেন। ক্ষীরোদ চন্দ্র নমঃ এর মৃত্যুর বহু পূর্বে তৎ মাতামহ রামকৃষ্ণ মারা গিয়াছিল। বাদীর দাবিকৃত ২৫/৫/০৪ ইং তারিখের ৩০২৩ নং দলিলটি নিঃস্বত্ববান ও সর্ম্পকহীন ৫-৭ নং ব্যক্তি দ্বারা ফেরবী উপায়ে সৃজিত হয়েছে। নালিশী দাগের ৪ শতক ভূমি ভিন্ন ব্যক্তি ফজলুল কাদের হইতে খরিদ ক্রমে স্বত্ববান দখলকার আছেন। নালিশী দাগের ভূমিতে বাদী ও তৎ বায়ার কোন দখল তমাদী দর তমাদী কালের মধ্যে ছিল না ও নাই। বাদীর মোকদ্দমা খারিজ যোগ্য হয়।

১৪) **অন্যদিকে ১৩-১৬ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,** নালিশী ভূমি সি. এস. রেকর্ডি মালিক ভুগুরাম নমঃ দখলকার থাকাবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব তৎ একমাত্র পুত্র বাঁশীরাম নমঃ প্রাপ্ত হয়। তার নামে আর. এস. ৬৭৩/ ১৭২৩/ ৬১৫ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত বাসীরাম নমঃ ও শ্রীমতি দরপতি নমঃ দম্পতির ৩ কন্যা হরকুমারী, মনিষাবালা ও শ্রীমতি সুদেবী নমঃ ছিল। উক্ত বাসীরাম নমঃ তৎ জীবদ্দশায় ১৯১৫ ইং সনে তৎ স্ত্রী দরপতি নমঃ ও জৈষ্ঠ্য কন্যা শ্রীমতি হরকুমারী নমঃ এর বরাবরে ১.২২ একর ভূমি হস্তান্তর করেন। উক্ত বাসীরাম নমঃ এর কন্যা মনিষা বালা বিবাহের পর শ্রীমতি সুদেবী নমঃ স্থানীয় রামকৃষ্ণ নমঃ এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উক্তরাম কৃষ্ণ ও শ্রীমতি শ্রীদেবী বালা স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাসরতঃ থাকাবস্থায় রাম কৃষ্ণের ঔরষে ও শ্রীমতি সুদেবী বালা নমঃ এর গর্ভে একপুত্র উমাচরণ নমঃ ও ১ কন্যা হাইচা বালা নমঃ জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত দরপতি বালা নমঃ ও মাসী শ্রীমতি হরকুমারী নমঃ রাম কৃষ্ণ নমঃ এর পুত্র উমাচরন সাবালক হইলে বিগত ৫/১০/৪২ ইং তারিখের ৫৫৯৪ নং দান পত্র মুলে √।। (দুই কানি দুই কড়া) ভূমি দান অর্পন করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। উক্ত উমাচরন নমঃ উক্ত নালিশী ভূমি শাসন সংরক্ষনে থাকাবস্থায় তৎ পিতা রামকৃষ্ণ নমঃ মারা যায়। পরবর্তীতে উমাচরণের অবিবাহিত মরণে তৎ স্বত্ব মাতা সুদেবী বালা নমঃ প্রাপ্ত হয়। উক্ত সুদেবী বালা নমঃ ২৯/৪/৪৮ ইং তারিখের ৩০২২ নং মুলে আর. এস. ১৭২৯ নং খতিয়ানের আর. এস. ৭৯১০ দাগের আন্দর পূর্বাংশে ১৯ শতক ভূমি চৌহদ্দি উল্লেখ্যে হাবিজর রহমানের বরাবরে বিক্রী করেন। তার নামে পি. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত লিপি আছে। উক্ত হাবিজর রহমান মরনে ২ পুত্র আবদুল ছবুর ও আবদুর নুর, ৪ কন্যা আমেনা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, মায়মনা খাতুন, মোছলেমা খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত হাবিজর রহমান এর পুত্র কন্যা গণের স্বত্ব দখল দৃষ্টে বি. এস. ২৬৯ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত আবদুল নুর বিগত ১৩/১১/৮৪ ইং তারিখের ১৯৭৩২ নং কবলা মুলে নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগের আন্দর ৩ গন্ডা বা ৬ শতক ছৈয়দ ফজলুল কাদের এর বরাবরে বিক্রীয় করেন। উক্ত হাবিজর রহমানের পুত্র আবদুল ছবুর এর স্বত্ব পুত্র মোঃ শরীফ প্রাপ্ত হয়ে ১/৪/৯০ ইং তারিখে ২২৩৮ নং কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ৭৯১০/ ৮১৯৯ দাগের আন্দর ২।/ কণ্ঠ পরিমাণ ভূমি জায়দুল এর নিকট বিক্রীয় করেন। উক্ত ফজলুল কাদের তৎ খরিদা স্বত্ব ১৭/০৭/১৯৯০ ইং তারিখের ৪৪১৫ নং কবলা মূলে নুরুল আমিন গং বরাবরে বিক্রীয় করেন। আবার উক্ত খরিদ্দার জায়দুল হক তৎ খরিদা স্বত্ব ২০/৭/০৩ ইং তারিখে ৪৫৮৪ নং দলিল মুলে নুরুল আমিন বরাবরে বিক্রী করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। প্রোক্তভাবে বর্ণিত মতে এই বিবাদীগণ নালিশী দাগে ৭।/ কণ্ঠ পরিমাণ ভূমিতে খরিদ সূত্রে স্বত্ববান দখলকার বিদ্যমান আছেন। উল্লেখ্য যে, ১৩নং বিবাদীর নামীয় ২০/০৭/২০০৩ ইং তারিখের ৪৫৮৪ নং কবলার তফসিলে বি. এস. খতিয়ান নং ভুল ভাবে লিপি হওয়ায় দাতা জাহেদুল হক বিগত ১২/০৫/২০০৯ ইং তারিখের ৪১০২ নং সংশোধিত কবলা প্রদান করে। পি. এস. রেকর্ডি হাফিজুর রহমানের কন্যা ফাতেমা খাতুন তৎ বৈধ প্রয়োজনে বিগত ২০/১১/২০০৮ ইং তারিখে ৭৯৭৪ নং কবলা মূলে ১৩নং বিবাদী নুরুল আমিনের নিকট বি. এস. ৮০৪৬/ ৯০৮৪ দাগাদির তৎ আর. এস. ৭৯১০/ ৮০০৪ দাগাদির আং ₍২। কড়া জমি উভয় দাগের চকবন্দ সহকারে বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করে। উক্ত

কবলা মূলে নালিশী বি. এস. ৮০৪৬ দাগের (১। কড়া জমি এই বিবাদী প্রাপ্ত হইয়াছি। হাফিজুর রহমানের কন্যা মাইমুনা খাতুন মরণে পুত্র আলী হোসেন ২ কন্যা আলমাছ খাতুন ও আয়েশা খাতুন ওয়ারিশ থাকে। হাফিজুর কন্যা মোছলেমা খাতুন মরণে কন্যা লায়লা খাতুন সকলে বিগত ২৯/০৩/২০০৯ ইং তারিখের ২৫৭৭ নং কবলা মূলে আর. এস. ৭৯১০/ ৭৯৯১ দাগাদির তৎ বি. এস. ৮০৪৬/ ৯০৫১ দাগাদির আং ৭.৫০ শতক জমি ১৩নং বিবাদী নুরুল আমিনের নিকট বিক্রয় করিয়া আপোষ মতে নালিশী বি. এস. ৮০৪৬ দাগে ৪.৫০ শতক এবং অবিরোধীয় বি. এস. ৯০৫১ দাগের ০৩ শতক জমিতে দখল অর্পন করে। বি. এস. রেকর্ডি আবদুল ছবুরের পুত্র মফিজুর রহমান বিগত ১৮/০৬/৯১ ইং তারিখের ৩২০৯ নং কবলা মূলে আর. এস. ৭৯১০ দাগের আং ০৯ শতক জমি ১৭নং বিবাদী আবদুল বারীর নিকট বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করে। উক্ত খরিদ্দার ১৭নং বিবাদী আবদুল বারী তৎ বৈধ প্রয়োজনে বিগত ০২/১১/০৯ ইং তারিখের ১০২১৫ নং কবলা মূলে বি. এস. ৮০৪৬ দাগের আং ০.০১৯০ বা (И//-৮ তিল ভূমি চকবন্দ উল্লেখে ১৩ নং বিবাদী নুরুল আমিনের নিকট বিক্রয় করিয়া দখল অর্পন করে। উক্তরূপে ১৩নং বিবাদী ৪টি কবলা মূলে এবং ১৩-১৬ নং বিবাদী ১টি কবলা মূলে সর্বমোট ৫টি কবলা মূলে এই বিবাদীগণ নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগের আং তৎ বি. এস. ২৬৯ নং খতিয়ানের ৮০৪৬ দাগের আং (৮И-৮ তিল বা ১৭.৫৫ শতক জমি খরিদ ক্রমে তাহাতে স্বত্ববান ও ভোগ দখলকার হন। এই বিবাদীগণের নামে ও দখল দৃষ্টে বি. এস. নামজারী ৩৭৬০/ ৩৭৬৮/ ৩৯৩০ নং নামজারী খতিয়ান শুদ্ধরূপে চূড়ান্ত প্রচার আছে। নামজারী খতিয়ানে এই বিবাদীগণের নামে সামান্য অংশ কম জরীপ হওয়া দৃষ্ট হয়।

১৫) এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, বাদী তাহার আর্জির ১(ক) তফসিলে পি. এস. খতিয়ান নম্বর এবং বি. এস. ৩০২১ নং খতিয়ানের ৮০৪৫/ ৮০৪৭ দাগের ২৯ শতক জমি দাবী করিয়াছে। অথচ, এই বিবাদীগণের দাবীকৃত জমি বি. এস. ২৬৯ নং খতিয়ানের ৮০৪৬ দাগের জমি বটে। যাহাতে বাদীর কোন দাবী নাই। কিন্তু জমির মূল মালিকদের বংশ লিপি আর্জিতে ভুলভাবে লিপি করায় এই বিবাদীগণ বর্ণনা দিয়া কনটেষ্ট করিয়া আসিতেছি। এই বিবাদীগণের স্বত্ত্বীয় দখলী ভূমির সন সন খাজনা আদায়ে এই বিবাদীগণ ভোগ দখলে আছি। বাদীর আর্জির তফসিলে আর. এস. ৬১৫/ ৬৭৩/ ১৭২৩ নং খতিয়ানের যাবতীয় বি. এস. খতিয়ানের জমি ও জমির মালিকদের অত্র মোকদ্দমায় পক্ষ না করায় বা সকল সম্পত্তি আর্জিভুক্ত না করায় বাদীর বিভাগের মোকদ্দমা হস্‌পট্‌ দোষে দুষ্ট বটে। সুতরাং, এই বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বাদীগণ কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। বাদী বিগত ২৫/৫/০৪ ইং তারিখে রেজিঃযুক্ত ৩০২৩ নং কবলা মূলে তৎ বায়া হইতে কোন সম্পত্তি খরিদ মুলে প্রাপ্ত হয় নাই। বাদীর বায়াগণের নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব দখল ছিল না বিধায় বাদী তৎ কথিত কবলা মুলে কোন স্বত্ব দখল অর্জন করেননি। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদী প্রার্থীত মতে নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব পাইতে আইনতঃ ও ন্যায়ত অধিকারী নহে।

১৬) **অন্যদিকে ১৭ নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে** ,নালিশী ভূমি সি. এস. রেকর্ডি মালিক ভুগুরাম নমঃ দখলকার থাকাবস্থায় মরণে তৎ স্বত্ব তৎ একমাত্র পুত্র বাসীরাম নমঃ প্রাপ্ত হয়। উক্তবাসী রাম নমঃ এর স্বত্ব দখল দৃষ্টে আর. এস. ৬৭৩/ ১৭২৩/ ৬১৫ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত বাসীরাম নমঃ দৌলতপুর সাকিনের শ্রীমতি দরপতি নমঃ কে বিবাহ করিলে বাসীরাম ঔরষে ও শ্রীমতি দরপতি নমঃ এর গর্ভে হরকুমারী মনিষা বালা ও শ্রীমতি সুদেবী নমঃ জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত বাসীরাম নমঃ তৎ জীবদ্দশায় বিগত ১২৭৭ মঘীর ১লা জৈষ্ঠ তারিখে সম্পাদিত ও বিগত ১৩/৯/১৫ ইং তারিখে রেজিঃযুক্ত ১৯১৯ নং কবলা মুলে মৌরশী প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে তৎ স্ত্রী দরপতি নমঃ ও জৈষ্ঠ কন্যা শ্রীমতি হরকুমার নমঃ এর বরাবরে ১ গন্ডা বা ১.২২ শতক ভূমি উচিৎ পনে বিক্রী করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। উক্ত বাসীরাম নমঃ এর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উক্ত রামকৃষ্ণ ও শ্রীমতি সুদেবী বালা স্বামী স্ত্রী হিসাবে বসবাসরতঃ থাকাবস্থায় রাম কৃষ্ণের ঔরষে ও শ্রীমতি সুদেবী বালা নমঃ এর গর্ভে একপুত্র উমাচরণ নমঃ ১ কন্যা খাইচ বালা নমঃ জন্ম গ্রহণ করেন। উক্ত দরপতি বালা নমঃ ও মাসী শ্রীমতি হর কুমারী নমঃ রামকৃষ্ণ নমঃ এর পুত্র উমাচরণ সাবালক হইতে তাহার প্রতি স্নেহের বশবর্তী হইয়া তাহাদের খরিদা সম্পত্তি বিগত ২৯/৯/৪২ ইং তারিখে সম্পাদিত এবং ৫/১০/৪২ ইং তারিখে রেজিঃযুক্ত ৫৫৯৪ নং দানপত্র মুলে √।। দুই কানি দুই কড়া ভূমি দান অর্পন করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। উক্ত উমা চরণ নমঃ তৎ মাসী ও মাতামহী হইতে দান মুলে প্রাপ্ত সম্পত্তি দখল প্রহণ করিয়া চিহ্নিত মতে নালিশী ভূমি শাসন সংরক্ষনে থাকাবস্থায় তৎ পিতা রামকৃষ্ণ নমঃ মারা যায়। তৎপর উক্ত উমা চরণ তৎ দান প্রাপ্তীয় সম্পত্তিতে অবিবাহিত মরণে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় তৎ স্বত্বৎ মাতা সুদেবী বালা নমঃ প্রাপ্ত হয়। উক্ত সুদেবী বালা নমঃ নালিশী সম্পত্তিতে ভোগ দখলকার ও মালগুজার থাকাবস্থায় তৎ স্বত্ব তৎ বৈধ প্রয়োজনে উচিৎ পনে বিগত ২৪/৪/৪৮ ইং তারিখে সম্পাদিত ও ২৯/৪/৪৮ ইং তারিখের ৩০২২ নং রেজিঃযুক্ত কবলা মুলে আর. এস. ১৭২৯ নং খতিয়ানে আর. এস. ৭৯১০ দাগের আন্দর পূর্বাংশে ১৯ শতক ভূমি চৌহাদ্দি উল্লেখে শাহামিরপুর সাকিনের মরহুম আইন উদ্দিন এর পুত্র হাবিজর রহমানের বরাবরে বিক্রী করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। উক্ত হাবিজর রহমান তৎ খরিদা স্বত্বে ভোগ দখলকার থাকায় তৎ স্বত্ব দখল দৃষ্টে পি. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত লিপি আছে। উক্ত হাবিজের রহমান নালিশী ভূমিতে স্বত্ববান দখলকার থাকাবস্থায় মরণে তৎ ২ পুত্র আবদুর ছবুর ও আবদুর নুর, আমেনা খাতুন, ফাতেমা খাতুন, মায়মুনা খাতুন, মোছলেমা খাতুন প্রাপ্ত হয়। উক্ত হাবিজর রহমান এর পুত্র কন্যাগণের স্বত্ব দখল দৃষ্টে বি. এস. ২৬৯ নং খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত আবদুল ছবুর মরণে তৎ স্বত্ব তৎ পুত্র মফিজুর রহমান প্রাপ্ত হইয়া উপরিস্থের করাদি আদায়ে ভোগ দখলকার থাকাবস্থায় তৎ বৈধ প্রয়োজনে ও উচিৎ পনে বিগত ১৮/৬/৯১ তারিখে সম্পাদিত ও রেজিঃযুক্ত ৩২০৯ নং কবলা মুলে নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগে ৯ শতক ভূমি আবদুল বারিক ১৭নং বিবাদীর বরাবরে বিক্রী করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। এই বিবাদী খরিদের পর বায়ার আমল দখল মতে বর্গাচাষা উপলক্ষে চাষাবাদে দখলকার আছি। বাদী বিগত ২৩/৫/০৪ ইং তারিখে সম্পাদিত ও ২৫/৫/০৪ ইং তারিখে রেজিঃযুক্ত ৩০২৩ নং কবলা মুলে তৎ বায়া হইতে কোন সম্পত্তি কথিত খরিদ মুলে প্রাপক হয় নাই। বাদীর

বায়াগণের নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব দখল ছিল না বিধায় বাদী তৎ কথিত কবলা মুলে কোন স্বত্ব দখল নালিশী ভূমিতে অর্জন করার উক্তি সবৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বটে। বাদী তৎ বায়াগণের সহিত যোগাযোগে পণশূন্য কবলা সৃজন করিয়া উক্ত কথিত কবলা মুলে নালিশী ভূমি বাদী করিয়া টেস্টস্যুট আকারে অত্র মামলা দায়ের করিয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে বাদী কথিত কবলা সরজমিনে কার্য্যকরী হয় নাই। কাজেই বাদী তৎ প্রার্থীত মতে নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব পাইতে আইনতঃ ও ন্যায়তঃ অধিকারী নহে। বাদী তৎ প্রার্থীত মতে কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১৭) অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৬) বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার ডিক্রী পেতে হকদার কি না ?
৭) ৫-৬ নং বিবাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে পৃথক ছাহাম পাবার হকদার কিনা ?
৮) ৯ নং বিবাদীর নামীয় ৩৪৩৭ নং নামজারি খতিয়ান বে-আইনী ফেরবী ও অকার্যকর কিনা ?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

১৮) মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ আবুল খায়ের (P.W.1); মোঃ ইব্রাহিম (P.W.2) ও হাফেজ আহামদ (P.W.3)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০৫ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। ২-৪ নং বিবাদীপক্ষে মোঃ দিদার হোসেন (D.W.1); ৯ নং বিবাদীপক্ষে হাজী মোঃ কপিল সওদাগর @ মোঃ রফিক (D.W.2); স্থানীয় ইউ পি সদস্য ফরিদ হোসেন (D.W.3); ১৩-১৬ নং বিবাদীপক্ষে মোঃ নুরুল আমিন (D.W.4); ৫/৬ নং বিবাদীপক্ষে মোঃ হাবিবুল্লাহ (D.W.5) এবং বলরাম কান্তি দাশ (C.W.1) হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

১৯) সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। নামজারী ৩৪৩৭ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১
২। আর. এস. ৬১৫, ৬৭৩, ১৭২৩ ও বি. এস. ৩০২১ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ১ (ক-ঘ)

৩। ১৩/০৯/১৫ ইংরেজীর ১৯১৯ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ২
৪। ৫/১০/৪২ ইংরেজীর ৫৫৯৪নং দানপত্রের সি. সি. ও ২৫/০৫/০৪ ইং তারিখের ৩০২৩ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী -২ (ক-খ)
৫। ১৮/০৮/০৪ ইং তারিখের সংবাদের নকল	প্রদর্শনী -৩
৬। জাতীয় ও ওয়ারিশান সনদের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৪, ৪(ক)
৭। ৩১০৬/০৭ নং নামজারী মামলার আদেশের সি. সি.	প্রদর্শনী ৫

২০) ০৯ নং বিবাদীপক্ষ নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী ক
২। সি. এস. ১২৯১ নং খৎ এর সি. সি.	প্রদর্শনী খ
৩। আর. এস. ১৭২৩/ ৬১৫/ ৬৭৩ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী গ, গ(১-২)
৪। বি. এস. ৩০২১ নং খৎ এর সি. সি.	প্রদর্শনী ঘ
৫। নামজারী খৎ নং ৯ ও ৩৪৩৭ এবং DCR	প্রদর্শনী ঙ, ঙ(১)
৬। বি. এস. ৩২৯৪ নং খৎ এর সি. সি.	প্রদর্শনী চ
৭। ১৩/৯/১৫ ইং তারিখের ১৯১৯ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ছ
৮। ৫/১০/৪২ তারিখের ৫৫৯৪ নং দানপত্রের সহিমোহরী নকল	প্রদর্শনী জ
৯। ৭/৯/২০০৪ তারিখের ৫৫৩২ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঝ
১০। ২৫/৩/১৫ তারিখের ১৩২৭ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ট
১১। ১৬/৯/৫৪ তারিখের ৬২৩৮ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঠ
১২। ১৩/৫/৫৯ তারিখের ৩৬৪৫ নং কবলার সহিমহুরী	প্রদর্শনী ড
১৩। ৩/১২/৬৪ তারিখের ৪৫৮ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঢ

২১) অপরদিকে ৫/৬ নং বিবাদীপক্ষ নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ৬১৫, ৬৭৩, ১৭২৩ নং খৎ এর সি. সি.	প্রদর্শনী -ক১ সিরিজ
২। বি. এস. ৩০২১, ২৮০৯, ৩৮, ২৬৯ নং খৎ এর সি. সি.	প্রদর্শনী- খ১ সিরিজ
৩। ১৩/০৯/১৯১৫ ইংরেজীর ১৯১৯ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী -গ১
৪। ৫/১০/৪২ ইংরেজীর ৪৫৯৪নং দলিলের সি. সি.	প্রদর্শনী ঘ১

৫। ১৫/১০/১২ ইং তারিখের ১০৪৮৬ নং আমমোক্তার নামা	প্রদর্শনী ঙ১

২২) ১৩ নং বিবাদীপক্ষ নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ১৭২৩/ ৬৭৩/ ৬১৫ খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী ক২ সিরিজ
২। বি. এস. ৩০২১/ ২৬৯ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী খ২ সিরিজ
৩। ৩৯৩০/৩৭২৮/ ৩৭৩৮/ ৩৭৬০/ ৩৭৯৩/ ৩৮৪৫ নং নামজারি খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী গ২ সিরিজ
৪। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী ঘ২
৫। ১৩/০৯/১৫ ইং তারিখের ১৯১৯ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঙ২
৬। ২৯/০৪/৪৮ ইং তারিখের ৩০২২ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী চ২
৭। ১৩/১১/৮৪ ইং তারিখের ১৯৭৩২ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ছ২
৮। ০১/০৪/১৯৯০ ইং তারিখের ২২৩৮ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী জ২
৯। ১৭/০৭/৯০ ইং তারিখের ৪৪১৫ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঝ২
১০। ১৮/৬/৯১ ইং তারিখের ৩২০৯ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী ঞ২
১১। ২০/৭/২০০৩ ইং তারিখের ৪৫৮৪ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ট২
১২। ২০/১১/০৮ ইং তারিখের ৭৯৭৪ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঠ২
১৩। ২৯/০৩/০৯ ইং তারিখের ২৫৭৭ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ড২
১৪। ১২/০৫/০৯ ইং তারিখের ৪১০২ নং সংশোধিত কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী ঢ২
১৫। ১২/১১/০৯ ইং তারিখের ১০২১৫ নং কবলার আসল	প্রদর্শনী ণ২
১৬। ০৫/১০/৪২ ইং তারিখের ৫৫৯৪ নং দানপত্রের সি. সি.	প্রদর্শনী ত২

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

২৩) **বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ ঃ**

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কিনা ?"

অত্র মামলার উভয়পক্ষ এ বিষয়গুলো সম্পর্কে জোরালোভাবে কোন বক্তব্য বা যুক্তিতর্কের অবতারনা করেননি। মামলার প্লিডিংস ও উপস্থাপিত সাক্ষ্যপ্রমান আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন ও পর্যালোচনা করলাম। বর্তমান মামলাটি আরজি বর্নিত ১(ক) তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে বাদীর স্বত্ব এবং উহার বিভাগের প্রার্থনায় রুজু হয়েছে। মামলার নালিশী সম্পত্তি চট্টগ্রাম জেলার সাবেক পটিয়া হাল বন্দর থানাধীন শাহামীরপুর মৌজায় অবস্থিত। মামলার মূল্যমান ধরা হয়ে ৩,৭৭,০০০/- টাকা যাহা অত্র আদালতের স্থানীয় ও আর্থিক এখতিয়ারের অন্তর্ভূক্ত। অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং এই আদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোনরুপ প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়।

২৪) বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি প্রকাশমতে, অত্র মোকদ্দমা রুজুর পর্যাপ্ত কারন বিদ্যমান রয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীপক্ষ আরজি ১(ক) তফসিল বর্নিত নালিশী ২৯ শতক ভুমি খরিদসূত্রে মালিক দখলকার হন। বাদীপক্ষ উক্ত ভুমি খরিদের পর থেকে ভোগদখল করে আসছেন মর্মে দাবি করেন। বিবাদীপক্ষ মৌরশীসূত্রে প্রাপ্ত সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ববান হওয়া স্বত্বেও বাদীপক্ষের ভোগদখলীয় ভুমিতে নিজেদের স্বত্ব স্বার্থ দাবি করিতেছে। বিবাদীপক্ষের এরুপ কার্য নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব ও দখলে মেঘাবরণ পড়েছে। বিবাদীপক্ষের এরুপ অযৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে বাদীপক্ষ আপোষ চিহ্নিতমতে উক্ত ভুমি বিভাগের আবেদন জানান। কিন্তু বিবাদীপক্ষ বিভাগ করিতে অস্বীকৃতি জানায়। সুতরাং অত্র মামলা করার উপযুক্ত কারন বিদ্যমান আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২৫) বিগত ০১/১১/২০০৪ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হওয়ার পর ১৭/১১/২০০৪ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয়। অত্র মামলা সুনির্দিষ্ট তামাদি সময়কালের মধ্যেই রুজু হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে এবং মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয়। এমতাবস্থায়, বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৪ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

২৬) <u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৫-৮ ঃ</u>

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে বাটোয়ারার ডিক্রী পেতে হকদার কি না ?"

" ৫-৬ নং বিবাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে পৃথক ছাহাম পাবার হকদার কিনা ?"

" ৯ নং বিবাদীর নামীয় ৩৪৩৭ নং নামজারি খতিয়ান বে-আইনী ফেরবী ও অকার্যকর কিনা ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৬১৫/৬৭৩/১৭২৩ নং খতিয়ানের আর এস ৭৯১৭/$\frac{৭৯১৭}{৮৩২৬}$/৭৯১০ দাগে মোয়াজি ১.২১ একর এর মধ্যে ১(ক) তফসিলোক্ত আর এস ১৭২৩ খতিয়ানের ৭৯১০ দাগ সামিল বি এস ৩০২১ খতিয়ানের বি এস ৮০৪৫/৮০৪৭ দাগে ২৯ শতক ভূমিতে স্বত্ব দাবি করিয়া বিভাগের প্রার্থনা করেছেন।

২৭) বাদীপক্ষের দাখিলীয় আর এস ৬১৫/৬৭৩/১৭২৩ নং খতিয়ানের সি.সি কপি **[প্রদর্শনী-১(ক)১(খ) ও ১(গ)]** মতে দেখা যায়, উক্ত খতিয়ান সমূহে মোট ১২১ শতক ভূমির মালিক ছিলেন ভৃগুরাম সরদার এর পুত্র বাঁশীরাম। তার পূর্বে **[প্রদর্শনী- খ] মতে** উক্ত সম্পত্তির সি এস মালিক ছিলেন ভৃগুরাম। স্বীকৃতমতে বাঁশীরাম এর তিন কন্যা ছিল যথা হর কুমারী, মনিসা বালা ও শ্রীমতি সুদেবী নমঃ। [প্রদর্শনী-২] প্রকাশ মতে, বাঁশীরাম নমঃ ১৯১৫ ইং সনে ১৯১৯ নং দলিলমূলে উক্ত ১২১ শতক ভূমি স্ত্রী শ্রীমতি দরপতি কুমারী ও কন্যা শ্রীমতি হর কুমারীর নিকট হস্তান্তর পূর্বক নিঃস্বত্ববান হন।

২৮) উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে বাঁশীরাম নমঃ এর অপর কন্যা শ্রীমতি সুদেবী নমঃ এর স্বামী ছিল রামকৃষ্ণ। তাদের এক কন্যা হাইছা বালা ও পুত্র ছিল উমাচরন। প্রদর্শনী-২(ক) হতে দেখা যায়, শ্রীমতি হর কুমারী ১৯৪২ ইং সনের ৫৫৯৪ নং দানপত্র ৮১ শতক সম্পত্তি উমাচরণ কে দান অর্পন করেন। বাদীপক্ষ উমা চরণ নমঃ অবিবাহিত মরনে তার সম্পত্তি কাকা দীন বন্ধু নমঃ একমাত্র ওয়ারিশ হিসাবে প্রাপ্ত হন মর্মে দাবি করেন। পরবর্তীতে দীনবন্ধু নমঃ ৩১/১২/১৯৪৩ ইংরেজী সনে ২ কন্যা রসবালা নমঃ ও গিরী বালা নমঃ কে রেখে মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত রসবালা ও গিরিবালা মরনে দীনবন্ধুর দৌহিত্র হিসাবে ৫-৭ নং বিবাদীগণ ওয়ারীশ হন। প্রদর্শনী-২(খ) হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত যতীন্দ্র লাল গং (৫-৭ নং বিবাদী) হতে ২৫/০৫/২০০৪ ইং তারিখে ৩০২৩ নং কবলা মূলে তফসিলোক্ত নালিশী ২৯ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন। এভাবে বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান হবার দাবি করেছেন।

২৯) অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবিমতে হরকুমারী হতে উমাচরণ ১৯৪২ ইং সনের কবলা [প্রদর্শনী-জ] মূলে ৮১ শতক ভূমি প্রাপ্তির পর ভোগদখলকার থাকাবস্থায় উমাচরন অপুত্রক মৃত্যুবরণ করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাবি হলো, উমাচরণ এর জীবদ্দশায় পিতা রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত উমা চরণ নিঃসন্তান মরনে তৎ মাতা সুদেবী মালিক হয় এবং পরবর্তীতে সুদেবী মরনে তৎ একমাত্র পুত্রবর্তী কন্যা **হাইছা বালা-স্বামী-শ্রী অশ্বীনি কুমার নম** উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। গত ১৬/০৯/১৯৫৮ ইং তারিখের ৬২৩৮ নং কবুলিয়ত [প্রদর্শনী-ঠ] এবং বিগত ১৩/০৫/১৯৫৯ ইং তারিখের ৩৬৪৫ নং কবুলিয়নামা [প্রদর্শনী-ড] হতে প্রতীয়মান হয় নালিশী উক্ত দাগাদির আন্দরে ৬৪.৫০ শতক ভূমি অশ্বিনী কুমার নম এর স্ত্রী সাছি বালা নম @ হাইছা বালা প্রাপ্ত অন্তে ভোগদখলকার ছিলেন এবং উক্ত সম্পত্তি জনৈক আলী মদ্দিন ও পরবর্তীতে আব্দুল ছবুর কে বর্গা দিয়েছিলেন। বিবাদীপক্ষ হাইছা বালার নামে পি এস ১৬৫৫ নং খতিয়ান প্রচারিত থাকার দাবি করলেও উক্ত খতিয়ান দাখিল করেননি।

৩০) বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, দরপতি নম ১৩/৯/১৫ ইং তারিখের ১৯১৯ নং কবলা মুলে আপোষে ৪০ শতক প্রাপ্ত হয়েছিলেন যাহা পরবর্তীতে তৎ কন্যা সুদেবী এবং সুদেবীর মৃত্যুর পর হাইছা বালা প্রাপ্ত হয়। এভাবে হাইছা বালা তাহার হস্তান্তরিত অংশ বাদে অবশিষ্ট ১৬$\frac{১}{২}$ শতক এবং উক্ত ৪০ শতকে স্বত্ববান ছিলেন মর্মে দাবি করেছেন। প্রদর্শনী-ট ও প্রদর্শনী- ট(১) হতে প্রতীয়মান হয়, উক্ত হাইছনি বালা ১২/১১/৬২ ইং তাং ৬৪০৯ ও ৬৪১০ নং কবলা মুলে নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগের আং ২০ + ২০ শতক ভূমি আহামদ মিয়া ও মোসাম্মৎ মেহের নেগা গং বরাবর হস্তান্তর করেন। উক্ত নাবালক পুত্র কন্যাদের পক্ষে তাদের পিতা ওবাইদুর রহমান আহম্মাদুর রহমান ০৩/১২/১৯৬৪ ইং তারিখে ৫৪৮৫ নং কবলামুলে [প্রদর্শনী-ঢ] মূলে নালিশী ৭৯১০ দাগে ১৬ শতক ভূমি আহম্মদ মিয়া বরাবর হস্তান্তর করেন। প্রদর্শনী-ঞ হতে প্রতীয়মান হয় আহামদ মিয়া নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগে তাহার খরিদা ৩৬ শতক ভূমি ২৫/০৩/১৯৬৫ ইং তারিখের ১৩২৭ নং কবলামুলে ১-৪ বিবাদীগনের মাতা সামছুর নাহার বেগম বরাবর হস্তান্তর করেন। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত ৩৬ শতকের মধ্যে ৭ শতক ভূমি অধিগ্রহনবাদে অবশিষ্ট ২৯ শতকে সামছুন নাহার স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। বি এস ৩০২১ নং খতিয়ানের সি.সি [প্রদর্শনী-ঘ] প্রকাশ মতে উক্ত ২৯ শতক সম্পত্তি বাবদে সামছুন নাহার এর নামে বি এস জরিপ শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয় যাহা হতে উক্ত সম্পত্তিতে সামছুন নাহার স্বত্ববান ও দখলকার হবার বিষয়টি অনুমতি হয়।

৩১) উক্ত সামছুন্নাহর এর পুত্র কন্যাগণ নালিশী আর এস ৭৯১০ দাগ সামিল বি এস ৮০৪৫/৮০৪৭ দাগে ২৯ শতক ভূমি হাজী মোহাম্মদ রফিক সওদাগর এর নিকট ০৭/০৯/২০০৪ ইং তারিখে ৫৫৩২ নং কবলা [প্রদর্শনী-ঝ] মূলে হস্তান্তর করেন। নামজারি খতিয়ান নং-৩২৯৪ [প্রদর্শনী-চ] ও ৩৪৩৭ [প্রদর্শনী-ঙ] হতে স্পষ্ঠত প্রমাণিত যে নালিশী দাগে উক্ত ২৯ শতকে সামছুন্নাহার এর ওয়ারীশ পুত্রগণ ও পরবর্তীতে গ্রহীতা রফিক সওদাগর (৯ নং বিবাদী) খরিদসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন।

৩২) অত্র মামলার ৫/৬ নং বিবাদী নালিশী দাগে ৩১ শতক সম্পত্তি উমাচরণ এর কাকা দ্বীনবন্ধুর পরবর্তী ওয়ারীশ হিসাবে দাবি করেছেন। বাদী ও অত্র বিবাদীপক্ষের দাবি হলো সুদেবী নম এর কন্যা হাইছ বালার বিবাহের পর শ্রীমতি সুদেবী নমঃ মৃত্যুবরণ করেন। ইহা স্বীকৃত যে হাইছবালার ক্ষীরোদ চন্দ্র নামীয় এক পুত্র ছিল। বাদীপক্ষ উক্ত পুত্র ৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন মর্মে দাবি করলেও কোন সাক্ষ্য প্রমান দেখাতে পারেননি। বাদীপক্ষ উমাচরণ দানসুত্রে এবং মৌরশী সুত্রে তপশীলোক্ত সমুদয় সম্পত্তি একক ভাবে প্রাপ্ত হবার দাবি করেন। অত্র বিবাদীপক্ষের দাবি হলো উমা চরণ তৎ পিতা রামকৃষ্ণ কে একমাত্র ওয়ারিশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীতে রামকৃষ্ণ মারা গেলে ভ্রাতা দীনবন্ধু তপশীলোক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলীয় মৃত্যু সংবাদের স্লিপ প্রদর্শনী-৩ পর্যালোচনায় দীনবন্ধু ২৪/১২/১৯৪৩ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করার প্রমান পাওয়া গেলেও রামকৃষ্ণ কবে মৃত্যুবরণ করেছেন তার কোন সন তারিখ পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় রামকৃষ্ণ মরনে তৎ ভ্রাতা দীনবন্ধু ওয়ারীশ হন মর্মে বিবাদীপক্ষের দাবির সমর্থনে বিশ্বাসযোগ্য ও জোরালো ভিত্তি নেই বলে আমি মনে করি। দ্বীনবন্ধুর দৌহিত্র

হিসাবে ৫/৬ নং বিবাদীগণ নালিশী তপশীলোক্ত ১৫।।. পনের গন্ডা দুই কড়া ভূমি দাবি করেন যা তাহারা ১৫/১০/২০১২ ইং তারিখের ১০৪৮৬ নং সাধারণ আমমোক্তারনামা [প্রদর্শনী-ঙ১] দলিল মুলে মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ কে দেখাশুনার ক্ষমতা অর্পন করেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৩) ১৩ নং বিবাদীপক্ষের দাবিমতে উমাচরন দানসূত্রে ৮১ শতকে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় পিতা রামকৃষ্ণ মারা যায় এবং পরবর্তীতে উমাচরণের অবিবাহিত তৎ স্বত্ব মাতা সুদেবী বালা নমঃ প্রাপ্ত হয়। **[প্রদর্শনী-চ২]** হতে দেখা যায়, উক্ত সুদেবী বালা নমঃ ২৯/৪/৪৮ ইং তারিখের ৩০২২ নং মুলে আর. এস. ৭৯১০ দাগে ১৯ শতক ভূমি হাবিজর রহমান বরাবরে বিক্রয় করেন। উক্ত কবলাতে স্পষ্ঠত উল্লেখ রয়েছে যে উমাচরন এর মৃত্যুতে তৎ মাতা হিসাবে সুদেবী বালা উক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন। যেহেতু উমাচরনের পিতা রামকৃষ্ণ এর মৃত্যু তারিখ বিষয়ে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমান নেই সুতরাং [প্রদর্শনী-চ২] কবলা হতে এরুপ অনুমতি হয় যে উমাচরন এর জীবদ্দশায় তাহার পিতা রামকৃষ্ণ মৃত্যুবরণ করেছিল এবং সেসময়ে তৎ মাতা ও ভগ্নী জীবিত ছিল।

৩৪) বি এস ২৬৯ খতিয়ানের সি.সি প্রদর্শনী-খ২(১) হতে দেখা যায় হাবিজর রহমান পুত্র কন্যাদের নামে বি এস খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রচারিত হয়েছে। উক্ত হাবিজর রহমানের পুত্র আবদুল নুর বিগত ১৩/১১/৮৪ ইং তারিখের ১৯৭৩২ নং কবলা মুলে [প্রদর্শনী-ছ২] মূলে নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগে ৬ শতক ছৈয়দ ফজলুল কাদের এর বরাবরে বিক্রীয় করেন। উক্ত হাবিজর রহমানের পুত্র আবদুল ছবুর এর স্বত্ব পুত্র মোঃ শরীফ প্রাপ্ত হয়ে ১/৪/৯০ ইং তারিখে ২২৩৮ নং কবলা [প্রদর্শনী-জ২] মূলে নালিশী আর. এস. ৭৯১০/ ৮১৯৯ দাগের আন্দর ২।/ কণ্ঠ পরিমাণ ভূমি জায়দুল এর নিকট বিক্রীয় করেন। উক্ত ফজলুল কাদের তৎ খরিদা স্বত্ব ১৭/০৭/১৯৯০ ইং তারিখের ৪৪১৫ নং কবলা [প্রদর্শনী-ঝ২] মূলে নুরুল আমিন গং বরাবরে বিক্রীয় করেন। আবার উক্ত খরিদ্দার জায়দুল হক তৎ খরিদা স্বত্ব ২০/৭/০৩ ইং তারিখে ৪৫৮৪ নং দলিল [প্রদর্শনী-ট২] মুলে নুরুল আমিন বরাবরে বিক্রী করিয়া স্বত্ব দখলচ্যুত হন। প্রোক্তভাবে বর্ণিত মতে এই বিবাদীগণ নালিশী দাগে ৭।/ কণ্ঠ পরিমাণ ভূমিতে খরিদ সূত্রে স্বত্ববান দখলকার রয়েছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়।

৩৫) প্রদর্শনী-ঠ২ হতে দেখায যায়, হাফিজুর রহমানের কন্যা ফাতেমা খাতুন ২০/১১/২০০৮ ইং তারিখে ৭৯৭৪ নং কবলা মূলে ১৩নং বিবাদী নুরুল আমিনের নিকট নালিশী দাগে ২। কড়া জমি হস্তান্তর করেন। আবার হাফিজুর রহমানের কন্যা মাইমুনা খাতুন এর ওয়ারীশগণ ২৯/০৩/২০০৯ ইং তারিখের ২৫৭৭ নং কবলা [প্রদর্শনী-ড২] মূলে আর. এস. ৭৯১০/ ৭৯৯১ দাগাদির তৎ বি. এস. ৮০৪৬/ ৯০৫১ দাগাদির আং ৭.৫০ শতক জমি ১৩নং বিবাদী নুরুল আমিনের নিকট বিক্রয় করিয়া আপোষ মতে নালিশী বি. এস. ৮০৪৬ দাগে ৪.৫০ শতক এবং অবিরোধীয় বি. এস. ৯০৫১ দাগের ০৩ শতক জমিতে দখল অর্পন করেন।

৩৬) অত্র বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, বি. এস. রেকর্ডি আবদুল ছবুরের পুত্র মফিজুর রহমান বিগত ১৮/০৬/৯১ ইং তারিখের ৩২০৯ নং কবলা মূলে আর. এস. ৭৯১০ দাগের আং ০৯ শতক জমি ১৭ নং বিবাদী আবদুল বারীর নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত খরিদ্দার ১৭ নং বিবাদী ১২/১১/০৯ ইং তারিখের ১০২১৫ নং কবলা **[প্রদর্শনী-ন২]** মূলে বি. এস. ৮০৪৬ দাগের আং ০.০১৯০ বা ৴И//-৮ তিল ভূমি ১৩ নং বিবাদী নুরুল আমিনের নিকট বিক্রয় করেন। এসমস্ত হস্তান্তর পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে , ১৩নং বিবাদী ৪টি কবলা মূলে এবং ১৩-১৬ নং বিবাদী ১টি কবলা মূলে সর্বমোট ৫টি কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ৭৯১০ দাগের সামিল বি এস ৮০৪৬ দাগের আং ৴৮И-৮ তিল বা ১৭.৫৫ শতক জমি খরিদক্রমে স্বত্ববান হন। [প্রদর্শনী-গ২ সিরিজ] বি. এস. নামজারী ৩৭২৮/৩৭৬০/ ৩৭৬৮/ ৩৯৩০/৩৭৯৩/৩৮৪৫ নং খতিয়ান সমূহ নালিশী দাগে খরিদা ভূমিতে ১৩ নং বিবাদীর দখল থাকার বিষয়টি প্রমাণ করে।

৩৭) সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষ নালিশী আর এস ৭৯১০ দাগ সামিল বি এস ৮০৪৫/৮০৪৭ দাগে ২৯ শতক সম্পত্তি ২৫/০৫/২০০৪ ইং তারিখে ৫-৭ নং বিবাদীদের নিকট হতে খরিদের দাবি করলেও উক্ত কবলামুলে বাদীপক্ষ কোন স্বত্ব স্বার্থ ও দখল অর্জন করেননি। উক্ত কবলা বাদীপক্ষের অনুকূলে কোন মালিকানা সৃষ্টি করেনি, কারন নালিশী সম্পত্তিতে হস্তান্তর দাতা ৫-৭ নং বিবাদীদের কোন স্বত্ব স্বার্থ ছিল না। ৫-৭ নং বিবাদীগণ তাদের পূর্ববর্তী যে দ্বীনবন্ধুর মাধ্যমে নালিশী দাগে সম্পত্তি দাবি করেছেন, তিনি ওয়ারীশ সূত্রে ভ্রাতা রামকৃষ্ণ হতে উক্ত সম্পত্তি অর্জন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তির মালিক উমাচরন এর মৃত্যুতে তৎ পিতা রামকৃষ্ণ এবং রাম কৃষ্ণ মরনে সম্পূর্ন সম্পত্তি ভ্রাতা দ্বীনবন্ধু প্রাপ্তির দাবি করলেও বাদীপক্ষের এরুপ দাবি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হয়। উপরের সাক্ষ্য প্রমাণ হতে দেখা যায়, উমাচরনের সম্পত্তি তৎ পিতা রামকৃষ্ণ প্রাপ্ত হননি, কারন উমাচরনের জীবদ্দশায় পিতা রামকৃষ্ণ মারা যান এবং সম্পত্তি মাতা সুদেবী প্রাপ্ত হয়। সুদেবীর মৃত্যুর পর পুত্রবতী কন্যা হিসাবে সম্পত্তি হাইছা বালা প্রাপ্ত হন। ১৯৫৮ ইং ও ১৯৫৯ ইং সনের হাইছা বালা নামীয় কবুলিয়তনামা [প্রদর্শনী-ঠ ও প্রদশর্নী-ড] দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে তফসিলোক্ত নালিশী ভূমি হাইছা বালা প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার ছিলেন। রামকৃষ্ণ যে সম্পত্তি প্রাপ্ত হননি তার আরো একটি প্রমাণ হলো উমাচরনের মাতা সুদেবী ১৯৪৮ ইং সনে নালিশী দাগে ১৯ শতক সম্পত্তি হাবিজর রহমান বরাবর হস্তান্তর করেছিলেন। উক্ত দলিলের বয়ানানুসারে সুদেবীর হস্তান্তরিত ভূমি তৎ পুত্র উমাচরন হতে প্রাপ্তীয় ছিল। এসকল দলিল হতে এরুপ অনুমিত হয় যে, উমাচরনের জীবদ্দশায় পিতা রামকৃষ্ণ মৃত্যুবরণ করেছিল বিধায় উমাচরনের সম্পত্তি কখনোই তার পিতা প্রাপ্ত হননি। তাছাড়া বাদীপক্ষ এমন কোন প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে উমাচরনের মৃত্যুকালে তৎ পিতা রামকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। সুতরাং উমাচরনের স্বত্বীয় সম্পত্তি উমাচরনের মৃত্যুতে তৎ মাতা এবং পরবর্তীতে পুত্রবর্তী ভগ্নী হাইছা বালা প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলে ছিলেন। পিতা রামকৃষ্ণ উমাচরন হতে কোন সম্পত্তি অর্জন করেননি। যেকারনে রামকৃষ্ণের মৃত্যুতে তৎ ভ্রাতা দ্বীনবন্ধু কোন স্বত্ব অর্জন করেননি। প্রতীয়মান হয় যে হাইছাবালা হতে হস্তান্তর পরিক্রমায় নালিশী ২৯ শতক সম্পত্তি ৯ নং বিবাদী প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হয়েছেন। বাদী ৫-৭

নং বিবাদী স্বত্ব স্বার্থহীন নাস্তি দখলকার ব্যাক্তিগণ হতে তফসিলোক্ত ভূমি খরিদ করায় নালিশী সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব অর্জন করেননি। নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বাদীর খরিদীয় ২৫/০৫/২০০৪ ইং তারিখের৩০২৩ নং কবলা সম্পূর্ন বে-আইনী ফেরবী ও অকার্যকর দলিল হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনায় স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে নালিশী সম্পত্তিতে বিবাদীপক্ষ দখলে আছে। ৯ নং বিবাদীর নামীয় নামজারি খতিয়ান শুদ্ধ ও সঠিক মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এমতাবস্থায় অত্র বিচার্যবিষয় সমূহ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

৩৮) বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছেন। যেহেতু বিচার্য বিষয় নং ৫-৮ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত প্রতিকার পাবার হকদার নন।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ও বিভাগের ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৪/৫-৬/৯/১৩-১৬/১৭ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগনের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া , চট্টগ্রাম।